



PAN GUTKA

পান গুটকা



শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুনাত
দ'ওয়াতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা, মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলহিয়াস আতার কাদেবী রযবী



دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ
الْعَالِيَةِ
مكتبة المدینه
(مخوت اسلامي)

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মফ হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন
إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর
আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাক, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরুদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি
সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার
সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস
করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার
গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী
আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা বাইন্ডিংয়ে আগে
পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



শয়তান আপনাকে যতই অলসতা দিক না কেন, আপনি সাওয়াবের নিয়তে এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের পথকে সুগম করে নিন।

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর হামদ, সানা, ও দরুদ শরীফ পাঠকারী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন: “তোমরা দোআ কর, কবুল করা হবে। তোমরা প্রার্থনা কর, প্রদান করা হবে।” [নাসায়ী, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৮১]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করা সাওয়াবের কাজ

হযরত সাযিয়দুনা জারীর বিন আবদুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র হাতে নামায পড়ার, যাকাত দেওয়ার এবং মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করি। [বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭] আলা হযরত رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেছেন: “সকল মুসলমানের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।”

[ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা]

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। ” (আবু ইয়াল্লা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মাড়ীর ক্যান্সার জনিত রোগের কাহিনী

প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক জনৈক ব্যক্তি, একদা সগে মদীনা عَفَى عَنْهُ কে বলল: আমার মাড়ীতে ক্যান্সার হয়েছে। অপারেশনও করিয়েছি, কিন্তু সুফল হয়নি। আসলে আমি দৈনিক ২০ থেকে ২৫টি পান খেতাম, আর সিগারেট টেনে যেতাম একের পর এক প্রায় দুই থেকে তিন প্যাকেট। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি এখনও পান-সিগারেট চালিয়ে যাচ্ছেন? সাথে সাথে লোকটি দুই হাতে কান ধরে বললেন: এই দুইটি জিনিসই তো আজ আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, আর মৃত্যুর দারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। আমি সেগুলো কীভাবে চালিয়ে যেতে পারি?

প্রিয় নবী ﷺ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাও এ ধরনের অনেক রোগী দেখবেন এবং তাদের অসুস্থতার কথা শুনে থাকবেন। আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রোগীদের সমবেদনা জানাতেন। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বিভিন্ন সময়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাও করেছেন এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শও দিয়েছেন। যথা: হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে মুনজির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: একদা নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার নিকট তাশরীফ আনলেন। হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ ও সাথে ছিলেন। আমার ঘরে খেজুরের একটি বুলন্ত ডাল ছিল। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ তাঁর সাথে খেতে লাগলেন। এদিকে হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ তাঁর সাথে খেতে লাগলেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

নবী করীম ﷺ তাঁকে বারণ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: আলী! থাম, থাম (অর্থাৎ তুমি এসব খেজুর খাওয়া বন্ধ কর)। কেননা, তুমি এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠনি। (তাই তোমাকে এগুলো খাওয়া পরিহার করতে হবে)। হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে মুনজির رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: অতঃপর আমি তাঁর জন্য খোরমার ব্যবস্থা করলাম এবং ফিরনী তৈরী করলাম। এবার নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন: হে আলী! তুমি এগুলো থেকে খাও। এগুলোই তোমার জন্য যথায়থ ও উপকারী।

[তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২০৪৩ পৃষ্ঠা]

ডাক্তার আপনাকে কখন নিষেধ করবে

সেজন্য অপেক্ষা করবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় পান-গুট্কা সম্পর্কে অবহিত করানোর পবিত্র আশ্রয়ে এর কতিপয় ক্ষতিকর দিক তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় হবে তখনই, যখন রোগ শুরু হয়ে যাওয়ার এবং ডাক্তারের হুশিয়ারী শোনার পূর্বেই আমি গুনাহ্গারের সমবেদনামূলক লেখাগুলো পাঠ করে ইসলামী ভাই-বোনেরা নফসের বাসনা, স্বাস্থ্য হানিকর স্বাদ ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহ পরিহার করে চলবেন।

ভেরী ওয়াহশাঠো ছে এয়ায় দিল! যুঝে ফিউ না আর আয়ে

তু উন্হি ছে দুর ভাগে, জিন্হে তুঝ পে পেয়ার আয়ে। [যওকে নাত]

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

হে প্রিয় হাবীব ﷺ এর রব! তোমার প্রিয় হাবীব

ﷺ এর পবিত্র বাণী الدِّينُ النَّصِيحَةُ অর্থাৎ “দ্বীন হচ্ছে মঙ্গল কামনারই নাম” (মুসলিম, ৪৭তম পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৫) এর উচ্ছ্বলায় তুমি আমাকে

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারানী)

খিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উম্মতের মঙ্গল কামনার জযবা দান কর। আমার এই কাজে তুমি আমাকে ভুল ত্রুটি থেকে রক্ষা কর। শরীয়াত মোতাবেক দেওয়া আমার মঙ্গলজনক পরামর্শ গ্রহণ করার এবং সে মতে আমল করার তুমি মুসলমানদেরকে তৌফিক দান কর। আমাকেও তুমি ভাল ভাল কাজ করার তৌফিক দান কর।

তু তাহরীর য়ে দেয় দেয় তাছীর ইয়া রব!
কলয় য়ে আছর হো আতা ইয়া ইলাহী!

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

পান জিনিসটি কী?

পান হচ্ছে এক ধরনের গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা। মানব শরীরে এটি ‘শুষ্ক তাপের’ প্রভাব ফেলে। এই পাতাটির মাঝে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (Vitamin B complex) রয়েছে।

পানের ১৫টি উপকারিতা

পানের ১৫টি উপকারিতা এখানে উল্লেখ করা হল। যথা:-

- {১} পান পাতা মানব দেহে রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।
- {২} মনকে প্রফুল্ল রাখে।
- {৩} দেহের সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- {৪} পরিপাক তন্ত্রে শক্তি যোগায়।
- {৫} মস্তিষ্কে শক্তি যোগায়।
- {৬} মুখের শুষ্কতা দূর করে।
- {৭} কণ্ঠকে পরিষ্কার রাখে।
- {৮} পানের কোমল পাতা চিবালে দাঁতের ব্যথা দূরীভূত হয়।
- {৯} মুখের দুর্গন্ধ তাত্ক্ষণিক ভাবে দূরীভূত হয়।
- {১০} সর্দি ও
- {১১} কাশির জন্য উপকারী।
- {১২} হিচকা উঠা দূর করে।
- {১৩} খাদ্য হজমে সাহায্য করে।
- অবশ্য ধৌতহীন মুখে খেলে ক্ষুধা কমে।
- {১৪} পানে ক্লোরোফিলও (Chlorophyll) রয়েছে। ফলে পানের রং সবুজ দেখায়। এটি বিদ্যমান থাকে কেবল তার নির্যাসেই। ক্লোরোফিল মানব দেহে শক্তি যোগান দিয়ে থাকে।
- {১৫} পুরাতন যুগে মুখের রুচি ফিরিয়ে আনার জন্য পান খাওয়ানো হত। বর্তমানেও পানের কোমল পাতা খেয়ে পানের উপকারিতাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে পানের সাথে প্রচলিত রয়েছে খয়ের, চুন ও সুপারী। এগুলো যেন পানের বিশেষ অংশই হয়ে গেছে। তাই সেগুলো সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করা হল।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

খয়ের কী?

খয়ের হল, বিশেষ এক ধরনের বৃক্ষেরই নির্যাস বা নিংড়ানো রস। মানব দেহে এর প্রভাব হচ্ছে ‘শীতল শুষ্কতা’।

খয়েরের ৮টি উপকারিতা

১. খয়ের রক্ত শোধন করে। ২. ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ করে। ৩. রক্তের বর্জ্য অপসারণে সাহায্য করে। ৪. হার্টের বর্জ্য অপসারণে সাহায্য করে। ৫. শেখ্মা ও ৬. রক্ত নষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করে। ৭. প্রস্রাবের যন্ত্রণা দূর করে। ৮. খয়েরের মাধ্যমে গড়গড়া করা মুখের ফোস্কার জন্য উপকারী।

শুষ্ক কাশির চিকিৎসা

খাঁটি খয়ের, হলুদ ও মিশ্রী এ তিনটি সমপরিমাণে নিয়ে ভালভাবে পিষে রেখে দিবেন। সকাল-সন্ধ্যা এক গ্রাম করে সেবন করবেন।
إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ শুষ্ক কাশিতে উপকার পাবেন।

উপকারী দাঁতের মাজন

খাঁটি খয়ের ও সুপারী সমপরিমাণে পিষে নিয়ে দাঁত মাজন করলে নড়ে যাওয়া দাঁতও মজবুত হয়ে যায়। মাড়ীর যন্ত্রণাও আল্লাহ তাআলার রহমতে দূর হয়ে যায়।

নকল খয়েরের ধ্বংসাত্মক দিকসমূহ

আমার জানা মতে, পাকিস্তানে খয়ের জন্মায় না। তাই দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কোন পরোয়া নেই এমন ধনলোভী অসাধু ব্যবসায়ীরা মাটিতে চামড়া রঙানোর রং মিশিয়ে সেই মাটিকেই খয়ের বলে বিক্রি করে থাকে। আর এভাবে পাকিস্তানী পানখোর বেচারারা খয়েরের নামে এই মাটি খেয়ে বিভিন্ন রোগ-ব্যাদি সহ জঘন্য দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়ে থাকেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারানী)

খেতেই যদি হয়, তবে খাঁটি খয়েরই খাবেন, তাও পরিমাণ মত। জেনে শুনে কখনো নকল খয়ের খাবেন না। নকল খয়েরের ব্যবসায়ী এবং নকল খয়েরের পান গুটকা প্রতারণা মূলক যে ব্যক্তি বিক্রি করে সে যেন সেই কুকর্ম থেকে শীঘ্রই তাওবা করে নেয় এবং জেনে বুঝে যারা খয়েরের নামে মাটি খাচ্ছেন তারাও যেন ফিরে আসেন। মাটি সম্পর্কে শরীয়াতের মাসআলা হচ্ছে: ক্ষতি হবে এমন পরিমাণ মাটি খাওয়া হারাম। যথা, খাতামুল মুহাক্কিকীন হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **الْتَرَابُ طَاهِرٌ وَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ** অর্থাৎ ‘মাটি পাক, তবে তা (ক্ষতি হবে এমন পরিমাণ) খাওয়া হালাল নয়।’ [রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা] সদরুশ শরীয়া, বদরুত তারিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ক্ষতি হবে এমন পরিমাণে মাটি খাওয়া হারাম। [বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা]

মাটি খাওয়া আত্মহত্যারই নামান্তর

নবীকুল সুলতান, সরদারে দু'জাহান, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি মাটি খায় সে যেন আত্মহত্যা করে।”

[আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১০ম খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা, হাদিস- ৯৭১৯]

চুন কী?

চুন মূলত: মাটি জাতীয় দ্রব্য। অর্থাৎ চুন এক ধরনের মাটি বা পাথর। চুনের রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম। মানব দেহে এটির প্রভাব হচ্ছে ‘তাপ শুষ্কতা’। মানব দেহের হাঁড়ে সৃষ্টিগত ভাবে এই চুন বিদ্যমান রয়েছে।

চুনের উপকারিতা

চুন মানব দেহের হাঁড় ও দাঁত গঠন করে। চুন শিরা-উপশিরাগুলোর বাইরের আবরণকে মজবুত করে। শিশুদের দেহে চুনের প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে। যেসব শিশু দেহে হাতে এবং যেসব শিশুর দেহে দাঁত গজায় তা তাদের দেহে চুনের (ক্যালসিয়ামের) ঘাটতি জনিত কারণেই হয়ে থাকে। (যে কোন ধরনের চিকিৎসা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই করা উচিত)।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

চুন খাওয়ার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান

আমার আক্কা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্জ আল হাফেজ আল ক্বারী শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: পান খাওয়া জায়েয, আর সেই পরিমাণ চুনও খেতে পারবে, যা দেহের কোন রূপ ক্ষতি সাধন করবে না।

[ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৫৫৮ পৃষ্ঠা]

চুনের ক্ষতিকর দিক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেল যে, দেহের জন্য ক্ষতি হবে এমন পরিমাণে চুন খাওয়া জায়েয নেই। কেননা, বেশি চুন খেলে মুখের গহ্বর কালো দাগ পড়ে যায়। এর দ্বারা যথা নিয়মে প্রস্রাব হওয়াতেও বিঘ্ন ঘটে। পান সুপারী অধিক পরিমাণে খাওয়ার কারণে যাদের মুখে কালো দাগ (ছাল) পড়ে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে তাদের জন্য পান, সুপারী ও চুন ইত্যাদি খাওয়া শরীয়াত মতে নিষেধ।

সুপারী

সুপারী এক ধরনের গাছের ফল বিশেষ। মানব দেহে তা ‘শুক শীতল’ প্রভাব ফেলে। ‘সুপারী’ ফুলা রোগ প্রতিরোধক। মহিলাদের লিকোরিয়া রোগেও সুপারী উপকারী। অধিক পরিমাণে সুপারী খাওয়া দেহের জন্য ক্ষতিকর।

সুপারীর মাজন

সুপারী জ্বালিয়ে কয়লা বানিয়ে নিন। তার তিন গুণ পরিমাণ ‘চক’ (Chalk) মিশ্রিত করে পিষে নিয়ে বোতলে করে রেখে দিন। প্রত্যহ দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহার করুন। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দাঁত হবে উজ্জ্বল এবং মাড়ী হবে মজবুত।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

মুখের ক্যান্সার

মুখে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত বিশেষ টিস্যু রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে হতে স্বাদ অনুভব করার টিস্যুও রয়েছে। এই টিস্যুগুলোর মাধ্যমে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে মিষ্টি এবং মধ্যভাগ দিয়ে লবণ ও তিক্ততা ইত্যাদির স্বাদ অনুভব করা যায়। পান, সুপারী, গুট্কা, সুগন্ধিময় সুপারী, মীনপুরী ও তামাক ইত্যাদি অতি মাত্রায় খাওয়ার ফলে মুখের সেসব কুদরতী টিস্যুগুলো মরে যায় (নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়)। ফলশ্রুতিতে খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ-গন্ধ সহ কোন কিছুই ঠান্ডা-গরম কিছুই বুঝতে পারে না। পান, সুপারী, গুট্কা ও তামাক ইত্যাদি বেশি পরিমাণে খাওয়ার কারণে জিহ্বার সামনের দুই তৃতীয়াংশে ক্যান্সার হতে পারে। যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তীতে খাদ্যনালী বন্ধ করে দিতে পারে। এই ক্যান্সারটির ডাক্তারী একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে, সেটি কেটে ফেলে দেওয়া। কাটার পর লোকটি না আহাৰ করতে পারে, না কথা বলতে পারে।

মাড়ীর ক্যান্সার

অধিক পরিমাণে পান, গুট্কা ইত্যাদি খাওয়ার ফলে সাধারণত: সর্বদা মাড়ী ফুলে থাকে। সেই ফুলা থেকে অধিকাংশ সময় রক্ত ও রস বের হয়ে পেটে যায়, আর বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। পান-গুট্কার অভ্যাস যদি এরপরও থেকে থাকে, তবে সাধারণত: নিচের ফুলা মাড়ীর ক্যান্সারে পরিণত হয়।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দাঁত পড়ে যাওয়া

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দাঁত পড়ে যাওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে যাদের দাঁত পড়ে গেছে তাদের ৫০ শতাংশ লোকই পান-গুট্কা খেত। পান-সুপারী খাওয়ার কারণে যে ব্যক্তির কোন দাঁত পড়ে যায়, আর সে তবুও পান-সুপারীর অভ্যাস ফেলে না দেয়, তাহলে (আল্লাহ্ না করুন) ৯০ শতাংশ আশঙ্কা যে, তার মাড়ীতে ক্যান্সার হয়ে যাবে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

পান-গুট্কা ও ঠোঁটের ক্যান্সার

সাধারণত: ঠোঁটের ক্যান্সার হবার কথা ৩০ থেকে ৭০ বৎসর বয়সের মধ্যে। কিন্তু বর্তমানে পান, গুট্কা ও সুপারি ইত্যাদি বেশী খাওয়ার কারণে ১০ থেকে ২০ বৎসর বয়সেও ঠোঁটের ক্যান্সার হতে শুরু করেছে।

পান-গুট্কা ও মুখের মাংসের ক্যান্সার

মুখের মাংসের ক্যান্সার তাদেরই হয়ে থাকে যারা মুখের এক পাশে পান-গুট্কা জমা করে রাখায় অভ্যস্ত। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরই মুখের ক্যান্সার বেশী হয়ে থাকে।

পান-গুট্কা ও মুখের ক্যান্সার

খাঁটি খয়ের লাগিয়ে ভাল জাতের তিন চার টুকরো সুপারি দিয়ে সময়ে সময়ে পান খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু পরামর্শ হচ্ছে, সময়ে সময়ে খাওয়া থেকেও বেঁচে থাকবেন। কখনো নেশা লেগে গেলে সমস্যা হতে পারে। কেননা, অধিক হারে পান-গুট্কা ও পান-পরাগ ইত্যাদি খাওয়া উদ্বেগজনক।

একটি কাহিনী: এক ইসলামী ভাই যিনি পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট লাল করে রাখতেন আমি (সঙ্গে মদীনা عَنْهُ) (লিখক) তাকে মুখটি খুলতে বললাম। তিনি অতি কষ্টে সামান্যই খুলতে পারলেন। জিহ্বা বের করতে বললাম। তাও তিনি ভালভাবে বের করতে পারলেন না। আমি বললাম: আপনার মুখের ভিতর কি ছাল পড়ে গেছে? জবাবে তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি তাঁকে পান খাওয়া বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিলাম। পরবর্তীতে এক সময়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতে জানতে পারলাম যে, আমার পরামর্শ মতে পান খাওয়া বাদ দেওয়ার ফলে আল্লাহর শোকর তাঁর মুখের ভিতর ছাল পড়া ভাল হয়ে গেছে। পান-গুট্কা খাওয়া লোকেরা অবশ্যই মুখ পরীক্ষা করাবেন। কেননা, অতি মাত্রায় পান-গুট্কা খাওয়ার কারণে মুখের মাংস শক্ত হয়ে যায়। ফল স্বরূপ মুখ খোলা ও জিহ্বা বের করা কঠিন হয়ে পড়ে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মফ হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

তাছাড়া লাগাতার চুন খাওয়ার কারণে মুখের মাংস ফেঁটে গিয়ে খসখসে হয়ে যায়। এটিই হল মুখের আলসার। বর্তমানে মুখের আলসারের রোগীর সংখ্যা দ্রুত হারেই বৃদ্ধি পেতে চলেছে। পান, গুটকা, সুগন্ধিময় সুপারী, সাধারণ সুপারী, মীন পুরী, পান পরাগ, তামাক ইত্যাদির কারণে বর্তমানে প্রতি ১০০ জনে ৪০ জনেরই মুখের আলসার হচ্ছে। প্রথম প্রথম মুখ খসখসে হতে আরম্ভ করলে, তা কিন্তু সপ্তাহ দুই সপ্তাহের মধ্যে ভাল হয়ে যায়। সাবধানী না হলে পুনরায় খসখসে হয়। কষ্ট আরো বেড়ে যায়। এমন লোকদের পান, গুটকা, মীনপুড়ি, পান পরাগ ইত্যাদির অভ্যাস বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। না হয় এই খসখসে রোগটি এক পর্যায়ে (আল্লাহ না করুন) ক্যান্সারের রূপ ধারণ করতে পারে।

মুখের ক্যান্সারের লক্ষণ

পান, গুটকা, সুপারী, সুগন্ধি সুপারী, পানের রং-বেরঙের মিষ্টি বাটিকা, ভেজা গুটকা, শুকনো গুটকা, পান পরাগ, নস্য, শুকনো নস্য, সাদা পাতা, চুরুট (চোটা), মিষ্টি সুপারী ইত্যাদি অত্যন্ত ভয়ানক দ্রব্য। সেগুলোর অভ্যাস বাদ দিয়ে দেওয়াতেই প্রকৃত সুস্থতা রয়েছে। অন্যথায় (আল্লাহ না করুন) মুখের ক্যান্সার সৃষ্টি হয়ে গেলে মাথা কুটে কুটে কান্না করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। তাতেও কোন ফল হবে না। মুখের যে কোন ধরনের ক্যান্সারের লক্ষণগুলো নোট করে নিন। প্রথম প্রথম জিহ্বা বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়। মাড়ী থেকে রক্ত-পুঁজ ঝড়ে। কথা বলতে ও খাবার খেতে কষ্ট হয়। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দাঁত পড়তে আরম্ভ হয়। মনে রাখবেন! যে কোন ক্যান্সারই দেহে ছড়িয়ে পড়ে। মুখের ক্যান্সার ছড়িয়ে গলার দিকে যায়। অবশেষ খাদ্যনালী ও শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যায়। রোগী এক পর্যায়ে মৃত্যুর ঘাট পার হতে বাধ্য হয়।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা’আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আদী)

পান-গুট্কা ও পেটের ক্যান্সার

এ কথাটি ভেবে দেখুন, যে চুন আপনার মুখের মাংসকে ফেঁটে ফেলতে পারে, সেটি পেটে গেলে কী ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারে? চুন পাকস্থলী ও তল্লীতেও কখনো কখনো ছোট জখম লাগিয়ে দেয়। এটিকেই আলসার বলে। তাৎক্ষণিকভাবে আপনি তা বুঝতে না পারলেও পরবর্তীতে বাড়তে থাকলে তখন আপনি বুঝতে পারবেন। এই আলসারটি এক পর্যায়ে ভয়ানক ক্যান্সারের রূপ নিতে পারে।

ক্যান্সারের ৯ রোগী

কোন এক ডাক্তার বলেন: আমি বাবুল মদীনা করাচীর সিভিল হাসপাতালে **E.N.T.**, ওয়ার্ড পরিদর্শনে গেলাম। সেখানে নয় জন রোগীকে তাদের অপারেশনের তারিখের অপেক্ষায় দিন গুনতে দেখলাম। এরা ছিলেন সবাই এক সপ্তাহের রোগী। এদের প্রায় সকলেই পান, সুপারী, তামাক, গুট্কা, সিগারেট, মীনপুরী, পান পরাগ ইত্যাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের পরিচয়: **{১}** নাদির খান। বয়স: ১৭ বৎসর। গলার ক্যান্সার। **{২}** মোহাম্মদ আলী। বয়স: ১৬ বৎসর। শ্বাস-নালীর ক্যান্সার। **{৩}** আসগর। বয়স: ১৯ বৎসর। মুখের ক্যান্সার। **{৪}** রাশেদ। বয়স: ৩৩ বৎসর। মুখের ক্যান্সার। **{৫}** নূর মুহাম্মদ। বয়স: ৩০ বৎসর। মুখের ক্যান্সার। **{৬}** কামরান। বয়স: ২৫ বৎসর। গলার ক্যান্সার। **{৭}** হাজী মুহাম্মদ। বয়স: ৫২ বৎসর। খাদ্যনালীর ক্যান্সার। **{৮}** তুরাব আলী। বয়স: ৭২ বৎসর। গলার ক্যান্সার। **{৯}** করিম বখশ। বয়স: ৬৫ বৎসর। মুখের ক্যান্সার। এরা ছিলেন একটি ওয়ার্ডের কেবল এক সপ্তাহের রোগী। বাবুল মদীনা সিভিল হাসপাতালে দুইটি **E.N.T.**, ওয়ার্ড রয়েছে। এভাবে সপ্তাহে প্রায় দ্বিগুণ রোগী এসেছেন। তাহলে পান খেকো ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা প্রতি মাসে কত এবং প্রতি বৎসরে কত তা আপনি নিজেই হিসাব করে দেখে নিতে পারেন। এ তো কেবল একটি মাত্র বাবুল মদীনা হাসপাতালেরই কথা। সারা দুনিয়ায় এর চেয়ে অনেক বড় বড় হাসপাতাল আরো কত যে রয়েছে। এভাবে তো মুখের ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা সপ্তাহে হাজারে পৌঁছতে পারে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যৌন পুড়ি আওর গুটকা পান খানা ছোড়্ দো
ভাইয়ো সিগারেট কা ধোয়া উড়ানা ছোড়্ দো।
ক্যান্সার গর হো গেয়া ঘাবড়াওগে পচতাওগে
ছর পটখ কর রোওগে পর কুছ নাহ্ তুয় কর পাওগে।

পান-গুটকা ও গলার ক্যান্সার

যারা পান-গুটকা অধিক পরিমাণে খায় প্রথম প্রথম তাদের মুখের আওয়াজ নষ্ট হয়ে যায়, গলার স্বর বিগড়ে যায়। এই কষ্টটিকে যদি তারা সতর্ক সঙ্কেত (**NOTICE**) হিসাবে ধরে নিয়ে পান-গুটকা খাওয়া বাদ না দেয়, তাহলে তা বৃদ্ধি পেয়ে (আল্লাহ না করুন) গলার ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। কথিত আছে: গলার ক্যান্সার (**Throat cancer**) রোগীদের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন লোকই এমন রয়েছেন, যারা পান-গুটকা খাওয়ায় অভ্যস্ত।

পান-গুটকা এবং কিডনীর পাথুরী ও ক্যান্সার

বর্তমানে কিডনীর পাথুরী রোগের ছড়াছড়ি চলছে। এই রোগটির বড় একটি কারণ হল; চুন-সুপারী। কিডনী থেকে বের হওয়া পাথর যখন পরীক্ষা (**EXAMINE**) করা হয়ে থাকে, তখন তাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি কখনো কখনো কিডনীর পাথরে সুপারীর অংশ বিশেষও বিদ্যমান থাকে। যেসব লোক স্বাদের জন্য গুটকা ও বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধিময় সুপারী খেয়ে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে আবেদন যে, কোন ডাক্তারের বর্ণনা মতে, কিডনীর শতকরা ৮০ ভাগ পাথর সুপারীর কারণেই হয়ে থাকে। (আল্লাহ না করুন) কিডনী নিষ্ক্রিয় (**Fail**) হয়ে যাওয়া কিংবা তাতে ক্যান্সার (**Kidney cancer**) হয়ে যাওয়াও পান-গুটকা অধিক পরিমাণে খাওয়ার ক্ষতিসমূহের মধ্যে একটি।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

আহার নাক দিয়ে বের হয়ে আসে

দা'ওয়াতে ইসলামীর বিশ্বব্যাপী মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে ১৪২৬ হিজরীর রমজানুল মোবারকে শেষের দশ দিনের ইজতিমায়ী ইতিকাফে ৩০০০ থেকেও অধিক ইসলামী ভাই ইতিফাক করেছিলেন। ইতিকাফের সময় জোহর নামাযের পর এক দিন মাদানী মুজাকারায় সিগারেট ও পান-গুটকার ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে বয়ান হয়। অভ্যস্ত কয়েকজন ইসলামী ভাই দাঁড়িয়ে পান-গুটকা ও সিগারেট বাদ দিয়ে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। এ সময় কেউ একটি চিরকুট দেন, যাতে দা'ওয়াতে ইসলামীর একজন যিম্মাদার লিখেন যে, তবু আদমে (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু) দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মাদানী মাশওয়রার পর এক বার এক ইসলামী ভাই বলেছিলেন: আমার ভাই বেশি বেশি সুপারী খেতেন। তার গলায় ক্যান্সার হয়ে যায়। তিনি মুখ দিয়ে যা কিছু খান, নাক দিয়ে বের হয়ে যায়!

এক গুটকাখোরের কাহিনী

এক ইসলামী ভাই বলেন: (বাবুল মদীনা, করাচী) আযীযাবাদ এলাকার ২৮ বৎসর বয়সের এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি নিজের মুখটিকে নাকের নিচ থেকে ঢেকে রেখেছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কাপড় খুললেন। সাথে সাথে কেমন যেন এক অসহ্য দুর্গন্ধ নাকে মুখে আসল। ইশ! বেচারার মুখের নিচের অংশে ক্যান্সার হওয়াতে মাংস পঁচে খসে গেছে এবং দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। অতি কষ্টে তিনি আমাকে বললেন: আমি গুটকা খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলাম। এমনকি গুটকা মুখে রেখে আমি ঘুমিয়েও পড়তাম। কিছু দিন পর অর্থাৎ ১৪২৫ হিজরীর ১৫ শাবান ইসলামী ভাইটি মারা গেলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের, সেই ইসলামী ভাইটির এবং সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর গুনাহসমূহ মাফ করে দিন।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

জনৈক ডাক্তারের বক্তব্য

জনৈক ডাক্তার বলেন: আমি (বাবুল মদীনা, করাচী) সিভিল হাসপাতালের চতুর্থ বার্ষিকী সার্ভিসে দেখতে পেলাম মুখের ক্যান্সারে ভুগছেন, বেশির ভাগ যুবক বয়সের লোকজন। সিগারেট, পান, সুপারী, সাদা পাতা এবং মীনপুড়ী অধিক পরিমাণে খাওয়াই ছিল এর মূল কারণ। এসব দ্রব্য অসংখ্য লোককে ক্যান্সারের দিকে ঠেলে দেয়। কারো এমন কথা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না যে, অমুক ব্যক্তি তো অনেক দিন ধরে পান খেয়ে আসছে, তার তো কিছুই হচ্ছে না। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আমি বলব: আজ না হয় হয়নি, কিন্তু কাল তো হতে পারে। মানবীয় চাহিদা ও ক্ষণিকের নাম মাত্র ভোগের জন্য নিজের মূল্যবান জীবনকে হুমকির মুখোমুখি করা কখনো একজন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। এসব দ্রব্যের অতি মাত্রায় ব্যবহারে জান ও মাল উভয় দিকে ক্ষতি রয়েছে। বাবুল মদীনা করাচীতে ছোট একটি পান পাওয়া যায় বর্তমানে (অর্থাৎ ১৪২৬ হিজরীর ৩০শে রবিউস সানী তারিখে) ২ টাকা ৫০ পয়সায়। দৈনিক ১০ টি পান খেয়ে থাকলে তার পান বাবৎ দিনের খরচ ২৫ টাকা। মাদানী বৎসরের হিসাবে এভাবে প্রতি বছর পান খেয়ে থু থু করা এবং পানের পিক ঝাড়া বাবদ ব্যয় হয় ৯,১২৫ টাকা। এই বড় অঙ্কের টাকা ব্যয় করে বিনিময়ে ভাল কিছু গ্রহণ না করে বরং বিভিন্ন ধরনের রোগ কিনে নিচ্ছে। তাছাড়া যদি কোন রোগ হয়েই যায় তাহলে তো চিকিৎসার জন্যও হাজার হাজার টাকা খরচ তা রয়েছেই। তদুপরি পানের পিক মেরে কারো দেওয়াল নষ্ট করলেও তো তার মনে ব্যথা দেওয়া হবে এবং তার হক নষ্ট করা হবে। এভাবে কবীরা গুনাহ হওয়ার বাড়তি আশঙ্কাও তো রয়েছে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা’আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।” (মিশকাত শরীফ)

ময়লাযুক্ত একটি দেওয়ালের কাহিনী

যেসব লোক অন্যের দেওয়ালে পানের পিক নিক্ষেপ করে, মালিকের বিনা অনুমতিতে দেওয়ালে চিকা মেরে, পোষ্টার লাগিয়ে, ইচ্ছাকৃত ভাবে যে কোন ভাবে দেওয়ালের রং ও চূনের ক্ষতি সাধন করার মাধ্যমে গুনাহগার ও জাহান্নামের হকদার হয়ে থাকেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এক ঈমান তাজাকারী কাহিনী শোনাচ্ছি। হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত ইমাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কোন অগ্নিপূজারীর নিকট কর্জ উসুল করার জন্য গেলেন। অগ্নিপূজারীটির গৃহের নিকটবর্তী হতে না হতেই তাঁর জুতো মোবারক কাদায় পুঁতে গেল। তিনি তা পরিষ্কার করার জন্য ঝাড়লেন। এতে করে সামান্য কিছু কাদা ঐ অগ্নিপূজারীটির ঘরের দেওয়ালে গিয়ে পড়ল। তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, এই কাদা যদি পরিষ্কার না করে দেওয়া হয়, তাহলে তার ঘরের দেওয়াল কাদাযুক্ত থাকবে। এই কাদা যদি দেওয়ালে চুষে নেয় তাহলে মাটি ইত্যাদি ঝড়ে যাবে। দেওয়ালের ক্ষতি হবে। এসব ভাবনা নিয়ে তিনি ঘরের দরজায় নাড়া দিলেন। অগ্নিপূজারীটি দরজা খুলতেই হযরত ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে দেখতে পেয়ে সে নিজের অপারগতা পেশ করা আরম্ভ করে দিল। হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তখন দেওয়ালের ঘটনাটি উল্লেখ করে উদ্বেগের স্বরে বললেন: আপনিই বলুন, আমি কীভাবে এই দেওয়ালটি পরিষ্কার করে দিতে পারি? অগ্নিপূজারীটি ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর তাকওয়া ও সুন্দর চরিত্র দেখে বলে উঠল, দেওয়ালের ময়লার কথা রাখুন, আগে আমাকে ইসলামের সুশীতল ছায়ার তলে স্থান করে দিয়ে আমার মনের ভেতরকার ময়লাগুলো পরিষ্কার করে দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! অগ্নিপূজারী মুসলমান হয়ে গেল। [তফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা]

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো ইনশাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।” (সায়্যিদাতুদ দারুন্নাঈন)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন, কোটি কোটি মুসলমানের জগদ্বিখ্যাত ইমাম অর্থাৎ আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মনের মধ্যে কী ধরনের খোদাভীতি রাখতেন। তাকওয়া ও পরহেজগারীর নিজস্ব একটি প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। ইমাম আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাদানী চিন্তা-চেতনা দেখে এক জন অগ্নিপূজারী লোক মুসলমান হয়ে গেল।

সিন্ধুতে গুটকার ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাবুল ইসলাম (সিন্ধু) এর বিশেষ করে হায়দ্রাবাদে অপূর্ণ মীনপুড়ি ও দুর্গন্ধময় সুপারীর গুটকা বহুবিধ ধ্বংস নিয়ে আসে। ইন্টারনেটের ওয়েব সাইট ‘জঙ্গ অন লাইন’ এর ১৪২৬ হিজরীর ১৩ সফর মোতাবেক ২০০৫ সনের ২৩ মার্চের এক সুদীর্ঘ সংবাদকে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হচ্ছে। পড়ুন আর কেঁপে উঠুন। তাছাড়া বাজারের পান, সুপারী, গুটকা ও মীনপুড়ির ব্যবহারে নিজের জন্য এবং আপনার সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। হায়দ্রাবাদ ও এর আশে পাশের এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মীনপুড়ি ও গুটকার ব্যবহারের কারণে ২০ জনকে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে অন্তত ৫০০ জন লোক ব্লাড ক্যান্সার ও গলার রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছেন। প্রকাশ থাকে যে, ‘সিন্ধু হাই কোর্ট বেঞ্চ, হায়দ্রাবাদের’ পক্ষ থেকে মীনপুড়ি ও গুটকার প্রস্তুত ও বেচা-কেনার উপর নজরদারি রয়েছে। অথচ হায়দ্রাবাদ, লতিফাবাদ, কাসেমাবাদ সহ সমগ্র সিন্ধু প্রদেশে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মীনপুড়ি ও গুটকার প্রস্তুত ও খোলা বাজারে এসবের বেচাকেনা অব্যাহত রয়েছে। এর কিছু নমুনা টেষ্ট করার জন্য ‘কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটরিজে’ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ল্যাবরেটরিটি ২০০৪ এর ৯ সেপ্টেম্বর রিপোর্টে গুটকা ও মীনপুড়ির নমুনাগুলোকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ঘোষণা করে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

হায়দ্রাবাদের ‘শহরী বাচাও এ্যাকশন কমিটি সিন্ক’ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, মীনপুড়ি তৈরীতে শতকরা ৭০ ভাগ খেজুরের বীচি আর শতকরা ৩০ ভাগ অকেজো সুপারী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মীনপুড়ি ও গুটকায় পঁচা-গলা সুপারী, মুলতানের মাটি, অকেজো তামাক, চুনা সহ রঙের কাজে ব্যবহারযোগ্য পাহাড়ী পাথরের পাউডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যার ফলে এসব লোকদের মাঝে ক্যান্সার সহ অপরাপর মারাত্মক রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। (বাবুল ইসলাম) এর হায়দ্রাবাদের মীনপুড়ি খেতাদের হৃদয়-বিদারক ঘটনা শুনুন। যথা:

মীনপুড়িতে আক্রান্ত পাঁচ ব্যক্তি

(বাবুল ইসলাম) এর হায়দ্রাবাদের এক ইসলামী ভাই যে বক্তব্য দিয়েছেন তার সারকথা শোনাচ্ছি: সম্ভবত ১৪২১ হিজরীর কথা। আমি হায়দ্রাবাদ থেকে বাবুল মদীনা (করাচী) যাওয়ার উদ্দেশ্যে দুপুর প্রায় ২টার দিকে বাসে আরোহণ করি। সামনাসামনি সিটে বসা এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার কথাবার্তা আরম্ভ হয়। কথাবার্তা চলাকালে তিনি যা বললেন: তার যতটুকু আমি মনে রাখতে পেরেছি, সেটিই আপনাদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছি। আমি এক সময় সীমাহীন মীনপুড়ি খেতাম। তবে এখন কিন্তু আমি তা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ফেলেছি। বাদ দেওয়ার কারণ হল, আমার প্রায় সকল বন্ধুই মীনপুড়ি খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল। তাদের মধ্য থেকে পাঁচ জন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের তিন জন বর্তমানে দুনিয়াতে আর নেই। যে দুই জন এখনো বেঁচে আছে, তাদেরও ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। আপনিও দোয়া করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন তাদের সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দেন।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

গালের ক্যান্সার

(হায়দ্রাবাদ, বাবুল ইসলাম) ফুলাইলীর এক ইসলামী ভাই বলেন:

সম্ভবত ১৯৯২ সনের কথা। আমার এক যুবক বন্ধু মীনপুড়িতে এতই আসক্ত ছিল যে, মীনপুড়ি মুখে নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ত। প্রথম প্রথম তার গালের ভেতরের দিকে খসখসে হয়ে যায়। পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যান্সারের রূপ নেয়। চিকিৎসা করিয়েছে। কিন্তু রোগ বেড়েই চলে। কয়েক মাসের মধ্যেই গালের বিভিন্ন স্থানে ছিদ্র হয়ে যায়। ক্রমে গালের মাংস গলে গিয়ে এমন ভাবে পঁচে যেতে থাকে যেন দক্ষ কোন কাগজ খসে যাচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যেই গালের প্রায় অংশ বিগলিত হয়ে খসে পড়ে। ফলে তার সমস্ত চিবুকই দেখা যেতে থাকে। সে কিছু খেলে বা পান করলে মুখের বাইরে চলে আসত। সে তার মুখ কাপড় দিয়ে সর্বদা ঢেকে রাখত। দুর্গন্ধের কারণে সে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করত। অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন তখন চিকিৎসার জন্য তাকে সাথে সাথে মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু ডাক্তাররা তাকে এই কথা বলে তাড়িয়ে দিল যে, এখন তাকে বাঁচিয়ে তোলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। হয়ত সে কিছু দিনের জন্য মেহমান হয়ে বেঁচে থাকবে। ফিরে আসার জন্য যখন তাকে নিয়ে বাসে উঠল অপরাপর যাত্রীরা দুর্গন্ধের কারণে এবং রোগের অবস্থা দেখে ঝগড়া করতে লাগল। তারা বলল: আমরা এমন রোগীর সাথে বাসে চড়তে পারব না। শেষ পর্যন্ত রাস্তায় তাকে সুগন্ধির স্প্রে দিয়ে ট্রেনে করেই আনতে হল। ঘরে এসে কিছু দিনের মধ্যেই সে ইন্তেকাল করল। আল্লাহ তাআলা আমার, সেই ইসলামী ভাইটির এবং সকল উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ এর

গুনাহসমূহ মাফ করে দিন। **اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ**

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

মীনপুড়ি খেকোর গল্প

পানের সাথে তামাকের ব্যবহার মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। অনুরূপ সুগন্ধময় সুপারীও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মীনপুড়ি তো এতই ভয়ানক যে, সেটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও উচিত নয়। এক ইসলামী ভাই বলেন: আমি লিয়াকতাবাদের মীনপুড়ি খাওয়া এক যুবক ভাইকে দেখেছি। বেচারার গলায় ক্যান্সার হয়ে গিয়েছিল। সে খাওয়া দাওয়া করতে পারছিল না। তাই ডাক্তাররা গলার দিকে ছিদ্র করে খাবার দেয়ার জন্য একটি নলের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

পানের বিকল্প

পান ইত্যাদির বিকল্প (**Alternative**) ব্যবস্থা এভাবে নিতে পারেন যে, গ্যারান্টিযুক্ত খাঁটি খয়ের যদি পেয়ে থাকেন, তো ভাল কথা। না পাওয়া গেলে সোলায়মানী পান খাবেন। অর্থাৎ চুন, খয়ের ছাড়া পানের সবুজ পাতায় কেবল তিন টুকরো সুপারী রেখে খেয়ে নিবেন। কিন্তু তাও খাবেন সময়ে সময়ে। তা কখনো অভ্যাসে পরিণত করবেন না। বাজারের পান খাওয়াতে এমন আশঙ্কাও রয়েছে যে, কোন ভাবে যদি নেশা লেগে যায়, তাহলে বার বার খেতে ইচ্ছা জাগবে। এভাবে অভ্যাস হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তদস্থলে সুগন্ধির জন্য এলাচী কিংবা সুগন্ধি বিহীন সুপারী, ধনেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ছোট ছোট মিষ্টি পিল কখনো পানের সাথে খাবেন না। কেননা, আমার জানা মতে, সেগুলোতে খাওয়ার রং (**Food colour**) দেওয়া হয় না, কাপড়ের রঙই দেওয়া হয়। অতি মাত্রায় পান-খাওয়া লোকদের ঠোঁট ও দাঁত ইত্যাদি গাঢ় লাল হয়ে যায়, যা ভাল দেখায় না।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। ” (আবু ইয়ালা)

পানের পরকালিন ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের ভাল ভাল নিয়ত না থাকলে বাজারের পান খাওয়াতে আখিরাতে দিক থেকেও ক্ষতিই দেখতে পাওয়া যায়। কেননা, এতে করে জীবনের মূল্যবান মূহূর্তগুলো পান-সুপারী চিবানোতে খরচ হয়ে যায়। পান খাওয়ার সময় মানুষ জিকির, দরুদ ইত্যাদি পড়া থেকে দূরে থাকে এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। বার বার পিক আর থু থু ফেলে ফেলে অন্যের ঘৃণা ও বিরক্তির কারণ হয়। কারো কাপড়ে, গাড়ীতে বা দেওয়ালে পিক মারলে তাদের হক নষ্ট করা হয়। আর অযু করার সময়ও পান-খেকো লোক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যথা:-

পান খেকোরা একটু লক্ষ্য করুন

আমার আক্কা আলা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত ওলীয়ে নেয়ামত মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফেজ আল ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১ম খন্ডের ৬২৪ ও ৬২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: যারা পান খাওয়াতে অভ্যস্ত, বিশেষ করে যাদের দাঁতে যখন ফাঁক সৃষ্টি হয়, তখন পান-সুপারীর ছোট ছোট অংশ বিশেষ মুখের ভেতরকার বিভিন্ন ফাঁকে স্থান করে নেয়। এতে করে তিন বার তো দূরের কথা দশ বার কুলি করলেও যথাযথ ভাবে মুখের গহ্বর পরিষ্কার করা যায় না। খিলাল করেও সেগুলো বের করে আনা যায় না। মিসওয়াক করেও না। পানিকে কুলির মাধ্যমে ফাঁকগুলোতে বার বার প্রবেশ করিয়ে সেখানকার লেগে থাকা পান-সুপারীর ক্ষুদ্র অংশগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ক্রমে বের করে আনা ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। সে ক্ষেত্রেও কুলি যে কয়বার করতে হবে তারও কোন সীমা নেই। অথচ পরিপূর্ণ রূপে মুখগহ্বরকে পরিষ্কার করার প্রতি শরীয়াতের জোর তাগাদা রয়েছে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

বিভিন্ন হাদিসে ইরশাদ হয়েছে যে, বান্দা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায়, ফেরেশতারা তার মুখের উপর মুখ রাখে, বান্দাটি যা পড়ে, তার মুখ থেকে বের হয়ে তা ফেরেশতাদের মুখে প্রবেশ করে। তখন যদি বান্দার মুখে দাঁতের ফাঁকে কোন খাদ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ থেকে যায়, তাহলে ফেরেশতাদের এরূপ কষ্ট হয় যে, অন্য কিছুতে তদ্রূপ কষ্ট হয় না।

ফেরেশতাদের কষ্ট হয়

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর ﷺ ইরশাদ করেন: “তোমাদের কেউ যখন রাতে নামায পড়ার নিয়ত করবে, সে যেন মিসওয়াক করে নেয়। কেননা, সে যখন ক্বিরাত পড়ে তখন ফেরেশতা তার মুখকে এর মুখের উপর এনে রাখে। যা কিছু এর মুখ থেকে বের হয়, তা ফেরেশতার মুখে প্রবেশ করে।” [শুআবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১১৭] আর তাবারানী কবীরে হযরত সাযিয়্যুনা আবু আইয়ূব আনছারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন: ফেরেশতার পক্ষে এর চেয়ে অধিকতর কষ্টকর কিছুই নেই যে, সে নিজের সাথীকে নামায পড়তে দেখবে আর তার দাঁতের ফাঁকে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ আটকানো থাকবে। [আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ৪র্থ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৬১]

ইফতারে সাবধানতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিশেষ করে রমজান মাসে এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে, মসজিদে এক আধটি খেজুর খেয়ে ইফতার করে মুখে পানি দিয়ে এমন ভাবে নেড়েচেড়ে পান করবেন, যাতে করে মুখে কোন ধরনের মিষ্টি ভাব এবং খাদ্যের অংশ বিশেষ থেকে না যায়। যদি ফল-মূল, সমুচা, চনা, সিঙ্গারা ইত্যাদি খেয়ে থাকে, তাহলে মুখ ও দাঁত ভাল ভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। নামাযের সময় দাঁতের ফাঁকে কোন রূপ চর্বিত খাদ্য বা তার অংশ বিশেষ না থাকাই উচিত।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারানী)

মুখ পরিষ্কার করা যদি কষ্টসাধ্য হয় কিংবা মাগরিবের নামাযের জামাতের কোন রাকাত হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে, সেক্ষেত্রে সহজ পন্থা হচ্ছে কেবল পানি দিয়েই ইফতার করা। কেননা, পানি দিয়ে ইফতার করাও সুন্নাত। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আনস বিন মালেক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইফতার না করে মাগরিবের নামায পড়তে আমি কখনো দেখি নি। অন্ততঃ এক টোঁক পানি হলেও পান করে নিতেন। (নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেই পানি ইফতারের নিয়তেই পান করতেন)। [সুনানে আবি ইয়াল্লা, ৩য় খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৩৭৮০]

কুরআন-সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মাহলের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করুন। সাথে সাথে ফিক্কে মদীনা করার মাধ্যমে প্রতি দিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে আপনার নিকটস্থ যিম্মাদারের নিকট জমা করুন। তা হলে إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এগুলোর মাধ্যমে আপনি অসংখ্য সুন্নাত শিখার সুযোগ পেতে থাকবেন।

হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রব! যেসব মুসলমান পান, গুটকা, সুগন্ধিযুক্ত সুপারী, মীনপুড়ি, পান পরাগ, সাদা পাতা, তামাক, সিগারেট ইত্যাদির কু-অভ্যাস থেকে ফিরে আসতে চায়, তাদের পক্ষে তুমি তা সহজতর করে দাও। তুমি তাদেরকে সেসব কু-অভ্যাস থেকে মুক্তি দাও। আর আমাদের সকলের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। সকল উম্মাতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কেও মাফ করে দাও।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

নোট: এ রিসালাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪২৭ হিজরীর ১১ শাওয়াল মোতাবেক ২০০৬ সনের ১৪ নভেম্বর। এটি কয়েক বার করে প্রকাশিত হয়। পরে ১৪৩৩ হিজরীর ১৫ মুহররম মোতাবেক ২০১১ সনের ১১ ডিসেম্বর এই রিসালাটি পুনরায় সংশোধন করা হয়।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
তাফসিরে কাবীর	দারুত ইহুইয়ায়ুত তুরাসি আরাবি, বৈরুত	শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আস সুনানুল কুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সহ'হি মুসলিম	দারু ইবনে খিয়ম, বৈরুত	মুসনাদে আবু ইলাইয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত	রাদ্দুল মুহতার	দারুল মায়ারিফ, বৈরুত
সুনানে নাসাই	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউনডেশন, মারকাজুল আউলিয়া, লাহোর
মু'জামুল কাবীর	দারুত ইহুইয়ায়ুত তুরাসি আরাবি, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা কারাচী

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরুদ শরীফের ফযীলত	২	নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দাঁত পড়ে যাওয়া	৯
মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করা সাওয়াবের কাজ	২	পান-গুট্কা ও ঠোঁটের ক্যাস্পার	১০
মাড়ীর ক্যাস্পার জনিত রোগের কাহিনী	৩	পান-গুট্কা ও মুখের মাংসের ক্যাস্পার	১০
প্রিয় নবী খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন	৩	পান-গুট্কা ও মুখের ক্যাস্পার	১০
ডাক্তার আপনাকে কখন নিষেধ করবে সেজন্য অপেক্ষা করবেন না	৪	মুখের ক্যাস্পারের লক্ষণ	১১
পান জিনিসটি কী?	৫	পান-গুট্কা ও পেটের ক্যাস্পার	১২
পানের ১৫টি উপকারিতা	৫	ক্যাস্পারের ৯ রোগী	১২
খয়ের কী?	৬	পান-গুট্কা ও গলার ক্যাস্পার	১৩
খয়েরের ৮টি উপকারিতা	৬	পান-গুট্কা এবং কিডনীর পাথুরী ও	১৩
শুস্ক কাশির চিকিৎসা	৬	ক্যাস্পার	১৩
উপকারি দাঁতের মাজন	৬	আহার নাক দিয়ে বের হয়ে আসে	১৪
নকল খয়েরের ধ্বংসাত্মক দিকসমূহ	৬	এক গুট্কাখোরের কাহিনী	১৪
মাটি খাওয়া আত্মহত্যারই নামাস্তর	৭	জনৈক ডাক্তারের বক্তব্য	১৫
চুন কী?	৭	ময়রায়ুজ একটি দেওয়ালের কাহিনী	১৬
চুনের উপকারিতা?	৭	সিন্ধুতে গুট্কার ক্ষতি	১৭
চুন খাওয়ার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান	৮	মীনপুড়িতে আক্রান্ত পাঁচ ব্যক্তি	১৮
চুনের ক্ষতিকর দিক	৮	গালের ক্যাস্পার	১৯
সুপারী	৮	মীনপুড়ি খেকোর গল্প	২০
সুপারীর মাজন	৮	পানের বিকল্প	২০
মুখের ক্যাস্পার	৯	পানের পরকালিন ক্ষতি	২১
মাড়ীর ক্যাস্পার	৯	পান খেকোরা একটু লক্ষ্য করুন	২১
		ফেরেশতাদের কষ্ট হয়	২২
		ইফতারে সাবধানতা	২২
		তথ্যসূত্র	২৪

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে,
আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ**
উর্দু ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ
এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা
প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়,
তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে
প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে
মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে
সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়তে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য
নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে
নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা**
রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا نَعُدُّ فَاغْوَدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সুন্নাতের বাহার

কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দাওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নাতে ভরা **ইজতিমায়** সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসুলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিকরে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইনআমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **إِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ مَذُوحَاتٌ** এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **“আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।”** নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইনআমাতের** উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে হবে। **إِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ مَذُوحَاتٌ**

মাক্কাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৯২০০৭৮৫১৭
 কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল- ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
 ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল- ০১৭১২৬৭১৪৪৬



E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net